৩১ মে, ২০২৬ | পেন্টেকস্টের ১ম রবিবার

ত্রিত্ব রবিবার (Trinity Sunday)

ত্রিত্বে ঈশ্বর: পবিত্র, সার্বভৌম এবং পরিত্রাণকারী

শাস্ত্রপাঠসমূহ: যাত্রাপুস্তক ৩:৯-১৫ | গীতসংহিতা ৩৩ | ইফিষীয় ৪:১-১০ | মার্ক ১:৯-১৫

মূল বাক্য:

“সময় সম্পূর্ণ হল এবং ঈশ্বরের রাজ্য নিকটবর্তী হল; মন পরিবর্তন কর এবং সুসমাচারে বিশ্বাস কর।”

– মার্ক ১:১৫

ভূমিকা:

ত্রিত্ব রবিবার হল লিটার্জিকাল বা উপাসনা বর্ষপঞ্জির একটি বিশেষ দিন, যা আমাদের খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের কেন্দ্রীয় রহস্য—ত্রয়ী ঈশ্বর: পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মার ওপর আলোকপাত করে। যদিও "ত্রিত্ব" (Trinity) শব্দটি পবিত্র শাস্ত্রে সরাসরি উল্লেখ নেই, তবে এই ধারণাটি পুরাতন ও নতুন উভয় নিয়মেই গভীরভাবে প্রোথিত রয়েছে। এই রবিবারে, আমাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে সেই ঐশ্বরিক রহস্যের ধ্যান ও উদযাপন করতে, যিনি স্বভাবে এক কিন্তু ব্যক্তিসত্তায় তিন। "ত্রিত্বে ঈশ্বর: পবিত্র, সার্বভৌম এবং পরিত্রাণকারী" এই মূলভাবটি আমাদের পিতার পবিত্রতা, পুত্রের সার্বভৌম কার্য এবং পবিত্র আত্মার পরিত্রাণকারী শক্তির ওপর ধ্যান করতে আহ্বান জানায়।

১. ঈশ্বর যিনি পবিত্র – গীতরচকের ঘোষণা (গীতসংহিতা ৩৩)

গীতসংহিতা ৩৩ হল একটি প্রশংসাগীতি যা ঈশ্বরের পবিত্রতা ও ধার্মিকতার মহিমা কীর্তন করে। গীতরচক লিখেছেন, “হে ধার্মিকগণ, সদাপ্রভুতে উল্লাস কর; সরল লোকদের প্রশংসা করাই উপযুক্ত” (পদ ১)। ঈশ্বরের পবিত্রতা কোনো বিমূর্ত বিষয় নয়; এটি সৃষ্টি ও মানবজাতির প্রতি তাঁর অবিচলিত প্রেম এবং বিশ্বস্ততার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। তাঁর বাক্য ন্যায়পরায়ণ এবং তাঁর সমস্ত কাজ বিশ্বস্ততায় সম্পন্ন হয়। এই গীতসংহিতায় আমরা শিখি যে, ঈশ্বরের পবিত্রতা কেবল পাপ থেকে তাঁর পৃথক থাকাই নয়, বরং এই বিশ্বে তাঁর সক্রিয় উপস্থিতি। তিনি পৃথিবীর সমস্ত বাসিন্দাদের ওপর নজর রাখেন। তাঁর পরিকল্পনা চিরকাল অটল থাকে। নৈতিক বিভ্রান্তি এবং পরিবর্তনশীল মূল্যবোধের এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের পবিত্রতা এক দৃঢ় ভিত্তি প্রদান করে। এটি আমাদেরও সাড়া হিসেবে পবিত্রতার পথে চলার আহ্বান জানায়—কেবল ব্যক্তিগত ধার্মিকতায় নয়, বরং ন্যায়বিচার, সত্য এবং দয়ার মাধ্যমে।

দৃষ্টান্ত: একটি রঙিন কাঁচের জানালা (Stained-glass window) যদিও অনেক রঙের টুকরো দিয়ে তৈরি, তবুও এটি সূর্যের আলোকে প্রবেশ করতে দেয় যাতে একটি চমৎকার প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। একইভাবে, ঈশ্বরের পবিত্রতা আমাদের জীবনের বিভিন্ন দিকের মধ্য দিয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং তাঁর চরিত্রকে প্রকাশ করে।

২. ঈশ্বর যিনি সার্বভৌম – জ্বলন্ত ঝোপ থেকে আহ্বান (যাত্রাপুস্তক ৩:৯-১৫)

এই শাস্ত্রাংশে ঈশ্বর মোশির কাছে নিজেকে মহান "আমি যে আমি" (I AM) হিসেবে প্রকাশ করেছেন। এটি কেবল একটি নাম নয়, বরং ঈশ্বরের চিরন্তন, স্ব-অস্তিত্বশীল এবং সার্বভৌম প্রকৃতির এক প্রকাশ। ঈশ্বর যখন বলেন, “আমি আমার প্রজাদের দুঃখ সত্যই দেখেছি...

এবং তাদের উদ্ধার করতে নেমে এসেছি," তখন তিনি তাঁর সার্বভৌমত্ব কোনো দূরবর্তী শাসক হিসেবে নয়, বরং একজন সক্রিয় মুক্তিদাতা হিসেবে ঘোষণা করছেন। ত্রিত্ব রবিবার আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব স্বেচ্ছাচারী নয়, বরং তা সম্পর্কযুক্ত। পিতা পুত্রকে পাঠান এবং পুত্র আত্মাকে পাঠান। ঈশ্বরের ত্রয়ী স্বভাবের অর্থ হলো তিনি কোনো একাকী সম্রাট নন, বরং প্রেমের এক সহভাগিতা। ঈশ্বর ইতিহাসের অভ্যন্তরে কাজ করা বেছে নেন, বিশেষ করে শোষিত ও নিপীড়িতদের জন্য।

দৃষ্টান্ত: যেমন একজন কন্ডাক্টর নিখুঁত সুরের মেলবন্ধনে একটি অর্কেস্ট্রা পরিচালনা করেন, তেমনি ঈশ্বর তাঁর সার্বভৌমত্বে সমস্ত সৃষ্টির মুক্তির জন্য মানব ইতিহাসের ধারাকে পরিচালনা করেন। প্রতিটি সুর ভিন্ন হলেও তারা একটি সম্মিলিত সুরলহরী তৈরিতে অবদান রাখে।

৩. ঈশ্বর যিনি পরিত্রাণকারী – অনুগ্রহের উপহার (ইফিষীয় ৪:১-১০)

পৌল বিশ্বাসীদের মনে করিয়ে দেন যেন তারা নম্রতা ও ধৈর্যের সাথে, এবং প্রেমে একে অপরকে সহ্য করে তাদের আহ্বানের যোগ্য জীবনযাপন করে। তিনি এই উপদেশের ভিত্তি স্থাপন করেছেন আত্মার একতা এবং পুনরুত্থিত খ্রিস্টের দেওয়া উপহারের ওপর। খ্রিস্ট, যিনি আমাদের ভেঙে পড়া দশার মধ্যে নেমে এসেছিলেন, তিনিই আবার সমস্ত কিছু পূর্ণ করার জন্য ঊর্ধ্বে আরোহণ করেছেন এবং তাঁর মণ্ডলীকে বিভিন্ন উপহার দান করেছেন। এখানে আমরা ত্রিত্বের পরিত্রাণকারী কার্য দেখতে পাই। পিতা আহ্বান করেন, পুত্র অবরোহণ ও আরোহণ করেন এবং পবিত্র আত্মা ঐক্যবদ্ধ ও সজ্জিত করেন। খ্রিস্টের দেহ হিসেবে মণ্ডলীর ওপর পরিত্রাণের এই মিশন অর্পণ করা হয়েছে—যা কেবল একটি বার্তা নয়, বরং অনুগ্রহ ও পুনর্মিলনের এক জীবন্ত বাস্তবতা।

দৃষ্টান্ত: একটি বাতিঘর ঝড়কে থামাতে পারে না, তবে এটি পথনির্দেশ এবং আশা প্রদান করে। একইভাবে, খ্রিস্ট এবং পবিত্র আত্মার মাধ্যমে ঈশ্বরের পরিত্রাণকারী অনুগ্রহ আমাদের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট দূর করে না, তবে তা দিকনির্দেশনা, শক্তি এবং অনন্তকালীন নিশ্চয়তা প্রদান করে।

৪. ঈশ্বর যিনি উপস্থিত – যীশুর ঘোষণা (মার্ক ১:৯-১৫)

যীশুর বাপ্তিস্মের মুহূর্তটি ছিল একটি ত্রিত্ববাদী (Trinitarian) মুহূর্ত: পুত্র বাপ্তিস্ম নিচ্ছেন, পবিত্র আত্মা কপোতের মতো নেমে আসছেন এবং স্বর্গ থেকে পিতার বাণী শোনা যাচ্ছে। যীশু তাঁর প্রকাশ্য পরিচর্যা এই ঘোষণার মাধ্যমে শুরু করেন: "ঈশ্বরের রাজ্য নিকটবর্তী হলো। মন পরিবর্তন কর এবং সুসমাচারে বিশ্বাস কর।" এই অংশটি মুক্তির মিশনে ত্রিত্বের গতিশীল ঐক্য প্রকাশ করে। ঈশ্বরের রাজ্য কোনো রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থা নয়, বরং তা ঈশ্বরের প্রেম, ন্যায়বিচার ও শান্তির এক সক্রিয় রাজত্ব। যীশু, যিনি দেহধারী পুত্র, কর্তৃত্ব ও সহানুভূতির সাথে এই রাজ্যের ঘোষণা দেন। তিনি আমাদের এই ঐশ্বরিক সহভাগিতায় আমন্ত্রণ জানান—যা পবিত্র আত্মার উপস্থিতি ও শক্তির মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে।

দৃষ্টান্ত: একজন পিতা বা মাতা হাত না বাড়ালে একটি শিশু নিজে থেকে হাত ধরতে পারে না। সুসমাচার হলো এই যে, যীশুতে ঈশ্বর আমাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং আত্মার মাধ্যমে আমাদের ওপরে ওঠার শক্তি দেন।

পবিত্র ত্রিত্ব (The Holy Trinity)

পবিত্র ত্রিত্বের তত্ত্বটি খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের মৌলিক রহস্য এবং সত্য হিসেবে গণ্য হয়। এটি ঘোষণা করে যে ঈশ্বর স্বাভাব বা সত্তায় এক কিন্তু ব্যক্তিসত্তায় তিন: পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর এবং পবিত্র আত্মা ঈশ্বর; তাঁরা সহ-সমান, সহ-অনন্তকালস্থায়ী এবং সম-সত্তা (consubstantial)। যদিও "ত্রিত্ব" শব্দটি বাইবেলে পাওয়া যায় না, তবে এই ধারণাটি শাস্ত্রে গভীরভাবে প্রোথিত এবং ঈশ্বরের আত্ম-প্রকাশের পূর্ণতা বর্ণনা করার জন্য মণ্ডলীর প্রথম শতাব্দীগুলোতে আনুষ্ঠানিকভাবে এটি সূত্রায়িত হয়েছিল। এর মূল কথা হলো, ঈশ্বর মাত্র একজন, তবুও এই এক ঈশ্বর তিনটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তায় বিদ্যমান। প্রতিটি সত্তা পূর্ণরূপে ঈশ্বর—ঈশ্বরের এক-তৃতীয়াংশ নন, বরং পূর্ণতায়

ঈশ্বর। পিতা পুত্র নন; পুত্র আত্মা নন; আত্মা পিতা নন। তবুও তাঁরা তিনজন ঈশ্বর নন, বরং এক ঈশ্বর। এই রহস্য মানুষের যুক্তি দিয়ে সম্পূর্ণরূপে বোঝার জন্য নয়, বরং বিস্ময় ও উপাসনার সাথে গ্রহণ করার জন্য।

ঈশ্বরের ত্রিত্ববাদী নাম যীশু তাঁর মহান আদেশে (Great Commission) স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন: "অতএব তোমরা গিয়ে সমস্ত জাতিকে শিষ্য কর; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের বাপ্তিস্ম দাও" (মথি ২৮:১৯)। একবচন শব্দ "নাম" এবং এই ত্রিবিধ সূত্র ঈশ্বরের মধ্যকার একতা ও বৈচিত্র্যের সাক্ষ্য দেয়।

বাইবেলীয় এবং ধর্মতাত্ত্বিক উৎস

ত্রিত্ববাদী ধর্মতত্ত্বের বীজ পুরাতন নিয়মে পাওয়া যায়। আদিপুস্তক ১:২৬-এ ঈশ্বর বলেন, "আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে মানুষ নির্মাণ করি।" এই বহুবচন সর্বনামটি ঐশ্বরিক বহুলতার ইঙ্গিত দেয়। যিশাইয় ৬:৩-এ স্বর্গদূতেরা চিৎকার করে বলেন "পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র," যা ঈশ্বরের প্রতি আরোপিত ত্রিবিধ পবিত্রতাকে নির্দেশ করে। তদুপরি, ঈশ্বরের আত্মার কার্যকারিতা (যেমন- আদিপুস্তক ১:২, যিহিষ্কেল ৩৭:১৪) এবং এক আগমনকারী ঐশ্বরিক মশীহের প্রতিশ্রুতি (যিশাইয় ৯:৬) ত্রিত্বের বোঝাপড়ার ভিত্তি প্রস্তুত করে।

নতুন নিয়ম এর স্পষ্টতা আনে। ঈশ্বরের পুত্র যীশু চিরন্তন বাক্য (Word) হিসেবে প্রকাশিত হন, যিনি "ঈশ্বরের সাথে ছিলেন" এবং "স্বয়ং ঈশ্বর ছিলেন" (যোহন ১:১)। তিনি পিতার কাছে প্রার্থনা করেন, তবুও তাঁর সাথে একত্ব দাবি করেন (যোহন ১০:৩০)। পবিত্র আত্মাকে যীশু অন্য এক সহায়ক (Advocate) হিসেবে প্রতিজ্ঞা করেছেন যিনি শিক্ষা দেবেন ও পরিচালনা করবেন (যোহন ১৪:২৬; ১৬:১৩)। আত্মা পিতা থেকে নির্গত হন এবং পুত্র কর্তৃক প্রেরিত হন। যীশুর বাপ্তিস্ম (মার্ক ১:৯-১১) সুন্দরভাবে ত্রিত্বকে প্রদর্শন করে: পিতা স্বর্গ থেকে কথা বলেন, পুত্র বাপ্তিস্ম নেন এবং আত্মা কপোতের মতো অবরোহণ করেন। চার্চের ফাদারগণ, বিশেষ করে টারটুলিয়ান এবং আথানাসিয়াস, মোডালিজম (modalism) এবং আরিয়ানবাদের (Arianism) মতো ধর্মদ্রোহিতার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এই মতবাদটিকে আরও বিকশিত করেছিলেন। নিসিয়ার বিশ্বাসনামা (৩২৫ খ্রিষ্টাব্দ), যা কনস্টান্টিনোপলে (৩৮১ খ্রিষ্টাব্দ) নিশ্চিত করা হয়েছিল, পুত্রকে "জাত, সৃষ্ট নন, পিতার সম-সত্তা" এবং আত্মাকে "প্রভু ও জীবনদাতা" হিসেবে ঘোষণা করে। এই বিশ্বাসনামাগুলো আজও মণ্ডলীকে ত্রিত্ববাদী সনাতন বিশ্বাসে নোঙর করে রাখে।

আজকের মণ্ডলীর জন্য বার্তা

ত্রিত্ব কেবল একটি মতবাদীয় সূত্র নয়; এটি ঈশ্বরের সম্পর্কযুক্ত প্রকৃতি এবং মানব সম্প্রদায়ের জন্য ঐশ্বরিক আদর্শ প্রকাশ করে। ত্রিত্বের তিন ব্যক্তির মধ্যে নিখুঁত প্রেম, একতা এবং পারস্পরিক বাসস্থান (perichoresis) মণ্ডলীকে গভীর সহভাগিতা, নম্রতা এবং সহযোগিতায় বাঁচার আহ্বান জানায়। খ্রিস্টের দেহ হিসেবে মণ্ডলী মিশন এবং ঐক্যের মধ্যে ত্রিত্বকে প্রতিফলিত করতে বাধ্য। ঠিক যেভাবে পিতা পুত্র ও আত্মাকে বিশ্বে পাঠান, তেমনি মণ্ডলীকেও পাঠানো হয়েছে—আত্মার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে, পুত্রের প্রেম বহন করে এবং পিতার ইচ্ছা পূরণ করতে। ত্রিত্ববাদী ধর্মতত্ত্ব জোর দিয়ে বলে যে মণ্ডলীর জীবনের কোনো অংশ—আরাধনা, মিশন, সম্প্রদায় বা সেবা—ত্রয়ী ঈশ্বরের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। তদুপরি, ত্রিত্ব একটি খণ্ডিত বিশ্বের সাথে শক্তিশালীভাবে কথা বলে। বিভাজন, বিচ্ছিন্নতা এবং অহংকারপূর্ণ এই সময়ে, ত্রিত্বের সম্পর্কযুক্ত একতা একটি বিপরীত-সাংস্কৃতিক সাক্ষ্য প্রদান করে। ত্রয়ী ঈশ্বরের প্রেম ও নম্রতার দ্বারা গঠিত মণ্ডলী আশা, শান্তি এবং পুনর্মিলনের এক চিহ্ন হয়ে ওঠে।

উপসংহার

ত্রিত্ব কোনো সমাধানের সমস্যা নয়, বরং উপাসনার এক রহস্য। এটি পিতা, পুত্র এবং আত্মার মধ্যে প্রেমের অনন্ত নৃত্য, যার মধ্যে আমাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। মণ্ডলী যখন ত্রয়ী ঈশ্বরের উপাসনা করে, তখন এটি 'ত্রিত্ববাদীরূপে'—প্রেমে, ঐক্যে এবং মিশনে বাঁচতেও শেখে। ত্রিত্ব আমাদের পার্থিব সম্প্রদায়ে ঐশ্বরিক সম্প্রদায়কে প্রতিফলিত করতে, একে অপরের সাথে শান্তিতে বসবাস করতে এবং বিশ্বে ঈশ্বরের পরিত্রাণকারী কাজের সাক্ষ্য দিতে আহ্বান জানায়। ত্রিত্ব রবিবারে, আমাদের মনে করিয়ে দেওয়া হয় যে ঈশ্বর কোনো দূরবর্তী বা বিমূর্ত শক্তি নন, বরং এক জীবন্ত, সম্পর্কযুক্ত, পবিত্র, সার্বভৌম এবং পরিত্রাণকারী বাস্তবতা। ত্রিত্বের রহস্য আমাদের বিভ্রান্ত

করার জন্য নয়, বরং ঈশ্বরের জীবনের দিকে আমাদের আকর্ষণ করার জন্য। আমাদের উপাসনা, মিশন এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে আমরা ঈশ্বরকে পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা হিসেবে অনুভব করি। আসুন আমরা পিতার পবিত্রতায় বাস করি, পুত্রের সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস রাখি এবং পবিত্র আত্মার শক্তিতে পথ চলি। তা করার মাধ্যমে, আমরা মণ্ডলী হয়ে উঠি—ঈশ্বরের এমন এক দুর্গ যা মানুষের হাত দিয়ে তৈরি নয়, বরং জগতের মুক্তির জন্য ঐশ্বরিক অনুগ্রহ দ্বারা নির্মিত।

প্রার্থনা:

হে ত্রয়ী ঈশ্বর—পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা—মহিমা ও অনুগ্রহে নিজেকে প্রকাশ করার জন্য আমরা আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। আমাদের আহ্বান করার জন্য, রক্ষা করার জন্য এবং আমাদের সাথে বাস করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমাদের পবিত্রতায় বাঁচতে, আপনার সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস রাখতে, আপনার পরিত্রাণকারী অনুগ্রহ গ্রহণ করতে এবং আপনার আত্মার শক্তিতে পথ চলতে শিক্ষা দিন। আমাদের এই বিশ্বে আপনার প্রেমের সাক্ষী হতে শক্তিশালী করুন এবং আমাদের এমন এক সম্প্রদায় হিসেবে গড়ে তুলুন যা আপনার একতা ও শান্তিকে প্রতিফলিত করে। আপনারই সমস্ত মহিমা হোক, এখন এবং চিরকাল। আমেন।